যুগান্তর

তারিখ ... 29 DEC 2002
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

মেধা বৃত্তি : এক যুগে এক পয়সাও বাড়েনি

সফিউল আলম রাজা

বছর বছর দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বাড়লেও গত এক যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা স্তর পর্যন্ত মেধা বৃত্তির পরিমাণ এক টাকাও বাড়েনি। ১৯৯০ অথবা '৯২ সালে প্রাথমিক স্তরের পঞ্চম শ্রেণী উত্তীর্ণ একজন বৃত্তি পাওয়া শিক্ষার্থী ট্যালেন্টপুল ও সাধারণ ক্যাটাগরিতে যেখানে ১২৫ এবং ৫০ টাকা পেত, ১২ বছর পরও শিক্ষার্থীরা একই অংকের টাকা পাচ্ছে। প্রাথমিক স্তরে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষার পরিবর্তে উপবৃত্তি, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তির টাকার চেয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে মেধা বৃত্তির টাকার অংক কম। এর ফলে যোগ্য মেধাবীদের যথাযথ মূল্যায়ন হচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব কমছে। শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলাপকালে তারা এ অভিমত ব্যক্ত করে অবিলম্বে মেধা বৃত্তির টাকার পরিমাণ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এমাজউদ্দীন আহমদ যুগান্তরকে বলেন, এক যুগেরও বেশি সময় ধরে মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে একই অংকের টাকা বিতরণ রীতিমতো অন্যায়। তিনি বলেন, বাজার দরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বৃত্তির টাকা বাড়ানো উচিত। তার মতে, সরকার সব খাতেই প্রতি বছর অর্থ বরাদ্দ যেখানে বাড়াচ্ছে সেখানে এই খাতে কেন বাড়াবে না? খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিভিন্ন স্তরে সরকার মোট ১৭ ক্যাটাগরিতে বৃত্তি দেয়। প্রাথমিক ও জুনিয়র (মাধ্যমিক) বৃত্তির আওতায় তিন বছর ও দুই বছর বৃত্তির টাকা দেয়া হয়। প্রাথমিক ট্যালেন্টপুলে মাসিক বৃত্তি ১২৫ টাকা আর সাধারণ বৃত্তি ৫০ টাকা। অথচ প্রতিযোগিতামূলক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ না নিয়েও প্রাথমিক স্তরের অনেক শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় মাসে ১০০ টাকা পাচ্ছে। আবার জুনিয়র স্তরে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি মাসিক ২০০ টাকা এবং সাধারণ বৃত্তি ৮০ টাকা। অথচ মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তির আওতায় অনেক

বৃত্তি : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

বৃত্তি : বাড়েনি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষার্থী মাসে ১০০ টাকার উপরে পাচ্ছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ট্যালেন্টপুলে ৩০০ ও সাধারণ বৃত্তি ১২৫ টাকা। এইচএসসি (মেডিকেল, কারিগরি ও কৃষি, স্নাতক সম্মান ও পাস কোর্সে অধ্যয়নরত) ট্যালেন্টপুলে ৫০০ ও সাধারণ বৃত্তি ১৬০ টাকা এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ট্যালেন্টপুলে ৫০০ টাকা, ও সাধারণ বৃত্তির টাকার পরিমাণ ২৫০ টাকা। এছাড়া দাখিল, আলিম, ফাজিল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল, আর্টস, চারু ও কারুকলা, এমএফএ ও ভোকেশনাল শিক্ষায় বৃত্তি দেয়া হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, প্রতিবছর ৩০ লাখ শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে শতকরা ১ ভাগেরও কম প্রাথমিক বৃত্তি লাভ করে। আবার অষ্টম শ্রেণীতে অংশ নেয়া ১০ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা ১ ভাগেরও কম জুনিয়র বৃত্তি পায়।

চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে সম্মিলিত মেধা তালিকায় সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়া ফয়সাল বিন রাকার এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলে, শিক্ষাক্ষেত্রে মেধাবীদের আরও বেশি করে আকৃষ্ট করতে হলে বৃত্তির টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা উচিত। সে বলে, বৃত্তি পাওয়ার অহংকার তখনই একজন শিক্ষার্থীকে উৎসাহ যোগাবে যখন ওই টাকা তার শিক্ষা জীবনের কোন না কোন কাজে আসবে। রাজধানীর গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রধান শিক্ষক খ. উ. জাহিদ এবং বেশ কয়েকজন অভিভাবকও এই মত ব্যক্ত করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুককে সার্বিক বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'আসলে প্রতি বছর বৃত্তি খাতে ৭০ কোটি টাকার উপরে খরচ হয় বলে শিক্ষার্থী প্রতি টাকার অংক না বাড়ার বিষয়টি সম্ভবত কারও নজরে আসেনি।' তিনি বলেন, অবশ্যই এটি পর্যালোচনা হওয়া দরকার। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপ নেবে। বিষয়টি অবশ্যই চিন্তাভাবনা